আমিযদি ষাটের কবি হতাম

আমি যদি ষাটের কবি হতাম
গুটিকয়েক মেয়ের মধ্যে আমি একজন,
সবুজপাড়ের ধূসর শাড়ি - লিপস্টিকহীন ঠোঁটেরডগায়
মাঝে মাঝেই সিগারেটের ছোঁয়া লাগতো।
কফি হাউসে তর্ক চলতো -- সাতটি ছেলে একটি মেয়ে,
ভাবা যায় না--- আমি যদি ষাটের কবি হতাম
আমায় সবাই চিনতো একটা ডাকেই।
আমি তখন কত কী যে লিখতাম তা ভেবেও
শেষ করা যায় না।
আমেরিকান সভ্যতাকে ঝাঁটা মারতাম --- মহিলাদেরঅধিকারের
দাবির হিসেব--- ফেটে পড়তো আমার পেনের নিবে।
বুদ্ধবাবু, বিষ্ণুবাবু দুজনেই খুব স্নেহ করতেন।
সাগরদা বা সন্তোষদা লেখা চাইতেন--
আমি লিখতাম গম্ভীর সব নারীবাদের তত্বকথা
আমার প্রেমের লাইনগুলো সাহসী আর সংস্কৃতভাষার
মতো গভীর নিদাঘ।
সুনীল কিংবা তারাপদ আমার লেখা লাইন - টাইন
মনে রাখতো সংগোপনে।
শঙ্খ ' র কী লজ্জা তখনপ্রেমে পড়ার মতন হাসি।
আমি যদি ষাটেরকবি হতাম
আমার কত প্রেমিক থাকতো---বয়ফ্রেন্ডনয়---
সত্যি প্রেমিক--- তাদের মধ্যে একজনকেই বিয়েকরতাম
বাড়ির লোকের ঘোর অমতে--- চালচুলোহীন কবি
কিংবা অগ্নিগর্ভ রাজনীতিকের সঙ্গে আমার
সংসার হতো।
কলেজস্ট্রিটে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ গুলি----
টিয়ার গ্যাসে চক্ষে যেন জ্বালা ধরতো---
বাস পুড়তো--- আগুন -দহন-ক্ষিপ্ত দশক---
জরি দিন--- রক্তাভ রাত---
আমার আঁচল বিকেল বেলার বাতাস পেয়ে
দুলে উঠতো। আমি যদি ষাটের কবি হতাম---
অশান্ত সেই কলকাতাকেও মাঝে মধ্যে ছেড়ে যেতাম
মধুপুরে কিংবা রাঁচি---সাদা কালোর ফিলমে তখন
দীপক কিংবা শরৎ আমার ছবি তুললো
ডায়রি খুলে হিসেব-টিসেব লিখে রাখতো উৎপলটা।

লম্বা বেণীর গোড়ায় কোনো ফুল গুঁজতাম---
কালো ফ্রেমের ভাষণ ভারি চশমা এবং জর্জেটের এক
মেন শাড়ি জড়িয়ে আমি রাঁচির পথে ঘুরে বেড়াতাম
আমি যদি ষাটের কবি হতাম
শত্তিকে খুব ধমক দিতাম---
আমার চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়তো পথমধ্যে---
মাঝেমাঝেই সেপটিপিনের দ্বারস্থ সেই
ষাটের ছবি --- ষাটের বাতাস--- কী ঘোর বাতাস---
সত্যিকারের অশান্ত সেই বরানগর---কলেজস্ট্রিটের
নিথর যুবক--- সত্যিকারের আঁখির পাতায়---
অবাধ্যতার ধারাভাষ্য--- সত্যিকারের অশ্রু এবং
বসন্তকাল---- বাদ এবং সন্ধেবেলায় মাধবীলতার
গন্ধ যেন ভেসে আসতো---
আমি যদি ষাটের কবি হতাম...

বীথিচট্টোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com